কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ খাদ্য ও কৃষি
Kautilya's Arthashastra : Food and Agriculture

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মূলতঃ দুইটী উপায় আছে ঃ প্রথমত, অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে রূপান্তর করা। দ্বিতীয়ত, প্রাপ্ত আবাদী জমির ফসল তীব্রতা (crop intensity) বাড়ানো। আধুনিক যুগে জমির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এই শেষোক্ত পন্থা বেশীরভাগ অর্থনীতিবিদ সমর্থন করেন। অবশ্য যেসব দেশে এখনও অনাবাদী জমি আছে সেখানে প্রথম নীতি প্রাথমিকভাবে অনুকরন করা যায়।

কৌটিল্যের সময়ে বর্তমান যুগের মত আবাদী-জমি এতটা দুষ্প্রাপ্য ছিল না। সে যুগে তাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি প্রাথমিকভাবে অনাবাদী জমিতে রূপান্তরের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা হইত। যেসব কৃষক অনাবাদী জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনিত তাহাদেরকে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিত। প্রথমত. এইসব কৃষকের জন্য খাজনা রেয়াতের (remission) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত. তাহাদেরকে শস্যবীজ, চাষাবাদের গবাদি পশু এবং নগদ অর্থ ধান হিসাবে রাষ্ট্র প্রদান করিত। নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে কৃষকরা এই সব ধান পরিশোধের সুযোগ পাইত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কৌটিল্যের এই সব ব্যবস্থা হইতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের শিক্ষণীয় আছে। আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশী সেখানে অনাবাদী জমির প্রাপ্যতা অত্যন্ত কম তাহা বলাই বাহুল্য। এই সব দেশে তাই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসলতীব্রতা দ্রুত বাড়োনো দরকার। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে কৌটিল্যের উপরোক্ত ব্যবস্থাদির কিছুটা সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া এইসব দেশে অনুসরণ করা যাইতে পারে।

i) প্রথমত, যেসব কৃষক এক ফসল জমিতে দুইটি ফসল ফলাইতে পারিবে তাহাদের ক্ষেত্রে জমির খাজনা ৫০% মওকুফ করা যাইতে পারে।

ii) দ্বিতীয়ত, যেসব কৃষক এক ফসল জমিতে তিনটি ফসল ফলানোর ব্যাপারে সাফল্য-অর্জন করিবে তাহাদের ক্ষেত্রে জমির খাজনা পুরোপুরি মওকুফ করার ব্যবস্থা করা যায়।

iii) তৃতীয়ত, যেসব অনাবাদী জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনিবে তাহাদের বেলায় সার শস্য বীজ ও গবাদি পশু ধান হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শর্ত হইতেছে এই যে, যদি জমির ফসলতীব্রতা তাহারা দ্বিগুণ করিতে পারে তবে ধানের ৫০% অনুদান হিসাবে গণ্য করা হইবে।

iv) চতুর্থত, যেসব কৃষক সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষাবাদ করিবে এবং জমির

ফসলতীব্রতা তিনগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে তাহাদের ক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সার ও উন্নতমানের বীজ ৫০% কম মূল্যে রাষ্ট্র প্রদান করিবে।

আগেই বলিয়াছি কৌটিল্য যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একেবারে বেসরকারী উদ্যোগ সমর্থন করেন নাই। তিনি বেসরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ সমর্থন করেন। তাঁহার এই মতবাদ কৃষির বেলায়ও লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য কৌটিল্য দেশের নির্বাচিত স্থানে বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপনের সুপারিশ করেন। আবার বেসরকারী উদ্যোগ সমর্থনের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় খামারে উৎপাদিত উন্নতমানের বীজ ব্যক্তিগত খামারে উৎপাদনরত কৃষকদের নিকট স্বল্পমূল্যে বিতরণের সুপারিশ করেন। মহামারীর জন্য কোন অঞ্চলে চাষাবাদের পশুর টান পড়িলে তিনি অন্য অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গবাদি পশু সংগ্রহ করিয়া ঐ অঞ্চলে বিতরণের সুপারিশ করেন।

কৃষিপণ্যের স্থিতিশীল মূল্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। কেননা মূল্যের বেশী উঠা-নামা ঘটিলে কৃষকদের উৎপাদন পরিকল্পনায়ও অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে বাধ্য। তেমন অবস্থায় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল প্রবণতা পরিলক্ষিত হইবে না। আধুনিক যুগের অর্থনীতিবিদরা তাই কৃষি পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার সপক্ষে জোর সুপারিশ করেন। তাঁহারা এই ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে সরকারী ক্রয়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাফার স্টক গড়িয়া তোলার সুপারিশ করেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল্যের স্থিতিশীলতার ব্যাপারটি কৌটিল্যের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি নির্ধারিত মূল্যে উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রয়ের সুপারিশ করেন এবং তাহা সরকারী গুদামে মওজুত করার কথা বলেন।

সুতরাং দেখা যায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে মূল্য সহায়তা ও ভর্তুকি নীতির সুপারিশ আমরা আধুনিক কৃষিবিদদের লেখায় লক্ষ্য করি তাহার প্রাথমিক রূপ চার হাজার বছর পূর্বেকার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুপারিশের আকারে পরিলক্ষিত হয়। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন সেই প্রাচীন যুগেও কৃষি-নীতি কত উন্নতমানের ছিল যাহা আমরা মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অনুভব করি।

কৌটিল্যের সময় চাষাবাদের জন্য আধুনিক যুগের মত ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলার (power tiller) ছিল না। সেযুগে কৃষি কাজের জন্য গবাদি পশুর উপর নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং অধিক জমি চাষাবাদের জন্য অধিক গবাদি পশুর প্রয়োজন হইত। এই যোগানের নিশ্চয়তা বিধান ছিল তৎকালীন সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি অপরিহার্য শর্ত। কৌটিল্য এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। "অর্থশাস্ত্র" পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তিনি তৎকালীন সময়ে গবাদি পশু প্রজননের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গবাদি পশু-খামার সৃষ্টির সুপারিশ করেন। মৌর্য যুগে তাই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উন্নতমানের গবাদিপশু প্রজনন খামার গড়িয়া তোলা হয়। ঐসব খামার হইতে সুলভ মূল্যে কৃষিকাজের উপযোগী বিভিন্ন পশু কৃষকদেরকে সরবরাহ করা হইত। একই সাথে গবাদি পশুর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র দেশের বিভিন্ন স্থানে পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন রাজ্যে পশুপালন ও প্রজনন বিভাগ চালু করা হয়। এই ব্যবস্থা আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে বিরাজমান সরকারী পশুপালন বিভাগের সাথে তুলনীয়। সুতরাং দেখা যায় তৎকালীন সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৌটিল্য যে সব সুপারিশ করেন তাহা আধুনিক যুগেও অনেক অনুন্নত দেশে সরকারী পর্যায়ে নাই।

(চলবে)